আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫ (পৃঃ ০৩)

দুর্যোগেও কৃষকের মুখে হাসি ফোটাবে ব্রির নতুন তিন ধান

শেকৃবি প্রতিনিধি

উচ্চফলনশীল তিনটি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। যা উপকূলীয় জোয়ারভাটা অঞ্চল ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। নতুন উদ্ভাবিত জাতের ধানের বীজ শিগগির কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাজারজাত করা হবে।

গত ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৩তম সভায় জাতগুলোকে 'ব্রি ধান১০৯', 'ব্রি ধান১১০', 'ব্রি ধান১১১' নামে চাষি পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্তের অনুমোদন দেওয়া হয়।

নতুন উদ্ভাবিত ব্রি ধান-১০৯ আমন মৌসুমের জাতটির উচ্চতা ১২৮ সেন্টিমিটার। এ জাতটি বিশেষ করে বরিশাল, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের জন্য আমন মৌসুমে চাষ উপযোগী। নতুন এই জাতটির গড় জীবনকাল জোয়ারভাটা পরিবেশে ১৪৭ দিন। স্বাভাবিক অবস্থায় এর ফলন প্রতি হেক্টরে ৬ দশমিক ৩২ টন এবং জোয়ারভাটা প্রবণ এলাকায় হেক্টরপ্রতি গড়ে ৫.৪০ টন। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টর প্রতি ৬ দশমিক ৫০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। ডিগ পাতা খাড়া, গাঢ় সবুজ, প্রশস্ত ও লম্বা, পাতার রং সবুজ। ১ হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ৩১ গ্রাম। এই ধানে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ। এ ছাড়া প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১০ দশমিক ৬ ভাগ এবং চাল লম্বা-মাঝারি মোটা, ভাত ঝরঝরে।

অন্যদিকে, ব্রি ধান-১১০ আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল বিশেষ করে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর এবং শরীয়তপুরের জন্য উপযোগী। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, গাঢ় সবুজ, প্রশস্ত ও লম্বা, উচ্চতা ১২০ সেমি। দুই সপ্তাহের বন্যায় এ ধানটি টিকে থাকতে পারে। জাতটির গড় জীবনকাল ১২৩ দিন ও ফলন প্রতি হেক্টরে ৬ টন এবং বন্যায় জীবনকাল ১৩৩ দিন ও ফলন গড়ে ৫ টন। এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ১৯ দশমিক ৯ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও মাঝারি চিকন এবং রং সাদা। এ ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৪ ভাগ। এ ছাড়া প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮ দশমিক ৮ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে। ধানের দানার অগ্রভাগে এবং গাছের গোড়ার দিকের লিফ শিথে কালচে গোলাপি বর্ণ দেখে চেনা যায়। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টরে ৬ দশমিক ৬৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

অন্যদিকে ব্রি ধান-১১১ হাওর ও অগভীর বন্যাপ্রবণ নিচু এলাকার (এক মিটার পানি) উপযোগী রোপা আমন জাত। লম্বা ও হেলে পড়া সহিষ্ণু ১৬২ সেমি উচ্চতার এ ধানের ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ। এ জাতের কাণ্ডের গোড়া বাঁশের মতো শক্ত এবং বহু-বর্ষজীবী। কাণ্ডে শর্করার পরিমাণ প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি। তাই কাণ্ডের কাটিং মুড়ি ফসল (পুনরায় গজানো নতুন চারা) করে গাছের বংশ বৃদ্ধি করা যায়। মুড়ি ফসলের ফলন প্রায় মূল ফসলের মতোই। এটি স্থানীয় আমন ধানের জাতের চেয়ে হেক্টরপ্রতি ২ থেকে ২ দশমিক ২ টন বেশি ফলন দেয়। চাল মাঝারি মোটা ও লম্বা এবং ভাত সাদা ও ঝরঝরে। এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৭ দশমিক ৫ গ্রাম। এই জাতটি আলোক-সংবেদনশীল, জীবনকাল ১৪৬-১৬০ দিন। রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ ব্রি-ধান১১১ এ অন্যান্য জাতের চেয়ে কম হয়। উপকূলীয় জোয়ারভাটা ও অগভীর পানিতে থেকে হেক্টরপ্রতি ৪ দশমিক ৩ থেকে ৪ দশমিক ৭ টন ফলন দিতে পারে। উপকূলীয় জোয়ারভাটা ও বন্যার মাত্রা কম হলে উপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টরপ্রতি ৫ দশমিক ২ দশমিক ৫ দশমিক ৭ টন ফলন দিতে সক্ষম জাতটি।